[redacted]

[redacted]

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির যে সনদ ব্যবহার করেছেন সেটি জাল/ভুয়া। উক্ত ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেছেন।

ব্যাংক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, তিনি ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরির বেতনভাতা বাবদ মোট ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা উত্তোলন করেছেন। যা ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ এর ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী আসামি আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে তাকে উক্ত ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকুরিতে নিয়োগ এবং সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে অন্য কারো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এজাহারে উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

আখিতারা খাতুনের নিয়োগ বোর্ডে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি, ডিজি প্রতিনিধি কাজী মোঃ আনিসুজ্জামান, সাবেক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি) বিনয় কুমার চাকী, অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ আনারুল ইসলাম ও বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

নিয়োগ বোর্ড তিনজন আবেদনকারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। রেজুলেশন বহির সত্যয়িত ছায়ালিপি থেকে দেখা যায়, আখিতারা খাতুন নিয়োগ পরীক্ষায় ৪৩ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নিয়োগ বোর্ড তাকে সহকারী গ্রন্থাকারীক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। পরে ২৮/১১/২০১৯ তারিখে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান

করেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাজী আনিসুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন না, অথচ ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবক সদস্য আনারুল ইসলাম লিখতে পড়তে জানতেন না। সেই সুযোগে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ তাকে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। আনারুল ইসলাম তদন্তকালে জানান, আখিতারা খাতুনের ভুয়া সনদের বিষয়টি তিনি জানতেন না।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ইচ্ছাকৃতভাবে আখিতারা খাতুনের নিয়োগকালীন সময়ের আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিনষ্ট করেছেন বলে অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন, নিয়োগকালীন সময়ের দাখিলকৃত মূল আবেদনপত্র, সনদ, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং রেজুলেশনবহির মূল কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মামলার সাক্ষীরা হলেন, দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. তারেক কুদ্দস, অভিভাবক সদস্য মোঃ আনারুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংকের শাখা প্রধান মো. হামিদুল ইসলাম, মো. মশিউর রহমান, কাজী মো. আনিসুজ্জামান, সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলারা পারভীন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল লতিফ, দুদকের উপসহকারী পরিচালক, মো. আবু তালহা, সহকারী শিক্ষক (ধর্ম) মো. শরিফুল ইসলাম ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় একাধিক সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ তো নেয়নি, বরং প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী সীমাহীন দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই নয়, মেহেরপুরের আরও একাধিক স্কুলের দুর্নীতির সাথেও বিনয় কুমার চাকীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে আসবে।

মেহেরপুরে ২৪ জনকে আইন কর্মকতা নিয়োগ

আবু সালেহ মোঃ নাসিমকে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), মুস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটার (পিপি) এবং রফিকুল ইসলামকে জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশলি (জিপি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন বিচার বিভাগের সলিসিটর অনু বিভাগ (জিপি পিপি শাখা) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উপ—সলিসিটর পিপি জিপি শাখার সানা মোহাম্মদ মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত আদেশে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অন্যদের মধ্যে এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক ও পারভীন সুলতানাকে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আতাউল হক, মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, নজরুল ইসলাম, আব্দুল আলিম, এহান উদ্দীন মনা, নিয়ামুল খান, সাইফুল ইসলাম সাহেব, সেলিম রেজা, সেলিম রেজা গাজী, লাভলী খাতুন, খুরশিদা খাতুন, এশরার জাহান।

এবং জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌশলী আফরোজা বেগম, সহকারি সরকারি কৌশলী আব্দুল মান্নান, মেহেরুন্নেসা মনি, এবিএম ইনামুল হক, এএসএমএম আসানুল্লাহ, আরিফুজ্জামান এবং শফিউল আযম খানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলে ১০৪ জন

স্থায়ীভাবে শ্রমিক-কর্মচারীরা নিয়োগ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী। এ প্রতিষ্ঠানটি ৪ টি কমপ্লেক্স মিলে এ প্রতিষ্ঠানটি গঠিত।

এ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী লোকবল সংকট থাকায় দীর্ঘ ১ যুগ পর ৫ টি চিনিকল মৌসুমী থেকে স্থায়ী করনের সুযোগ পায়। গত ১৪ মার্চ নীতিমালা তৈরি করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সদর দপ্তরে পাঠায়। তারপর সদর দপ্তর ২৫ মার্চ শৃন্যপদ পৃরন করার জন্য দরখাস্ত করার আহব্বান জানান।

পরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ৫ সদস্য কমিটি গঠন করে ২ এপ্রিল স্থায়ী করন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।২৪ এপ্রিল সদর দপ্তরের প্রতিনিধি সাইফুল আলম যাচাই বাচাই করেন।পরে ১৩ ও ১৪ নিয়োগ পরিক্ষা অনুষ্টিত হয়।নিয়োগ পরিক্ষায় অংশ নেয় প্রায় ১৪০ জন শ্রমিক কর্মচারী। ।

গত ১৫ মে সকাল ১১ টার দিকে ১০৯ জনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকলেও ৫ টি পদে কোন লোকবল না থাকায় ৫ টি পদ শৃন্য রেখে ১০৪ জন শ্রমিককে স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করেন।হঠাৎ করে ১৫ মে সন্ধা ৬ টার দিকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন বিএসএফআইসি’র অধীনে সকল চিনিকল প্রতিষ্ঠানে চলমান মৌসুমি জনবল থেকে স্থায়ী সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দেন সচিব বিএসএফআইসি চৌধুরী রুহুল আমিন কায়ছার। তার আগে শ্রমিক কর্মচারীরা যোগদানের চিঠি হাতে পেয়ে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগদান করে। যোগদানের পরে ১০৪ শ্রমিকদের মাঝে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে।ঐদিনই বাংলাদেশ চিনি খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন নিয়োগ স্থগিতের চিঠি আসাতে অন্যআন্য মিলের শ্রমিকরা হতাশা বিরাজ করলেও কেরুর শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে দেখা গেছে আনন্দ উল্লাস করতে। শ্রমিকরা বলেন দীর্ঘ ১ যুগ পর ১০৪জন মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারীরা দীর্ঘ ১৫/২০ বছর পর সিজেনাল মৌসুমি থেকে স্থায়ী নিয়োগ পেয়েছে গত ১৫ মে রবিবার সকাল ১১ টার দিকে। তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির

বিভিন্ন দপ্তরে যোগদান করে।

দীর্ঘদিন ধরে গ্রান্ড কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারীরা ইতিপূর্ব ৩ বার নিয়োগ পরীক্ষা ব্যাহত হয়েছে । এবার চাকরিতে যোগদান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে শ্রমিক ও কর্মচারীরা। তারা দীর্ঘদিন ধরে পরিবার পরিজন নিয়ে কষ্টে ছিলো। কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর গ্যারেজ সুপারফাইজার মিজানুর রহমান কান্না জড়িত কন্ঠে গণ মাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমি ২০০১ সাল থেকে সিজেনাল মৌসুমি চাকুরী করে আসছি, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ছেলে মেয়ে নিয়ে কোন রকম সংসার চালিয়ে এসেছি। শেষ সময়ে পদোন্নতি পেলাম,আমার আর সাড়ে ৭ মাস চাকুরী আছে।আমার পদোন্নতি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং কেরু কতৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

আউট ষ্টেশন ক্যান গার্ড আবুল কাশেম,চাকুরীর শেষ সময়ে স্থায়ী হলাম সাড়ে তিন বছর চাকুরি আছে তাতেও আমিও খুশি।
আউট ষ্টেশন ক্যান গার্ড শহিদুল ইসলাম

এল ডি সেটিংস ২৬ বছর পর, পদোন্নতি পেলেন, আতিয়ার রহমান, ১৪ বছর পর পদন্নোতি পেলাম।

মৌসুমি ক্রয় করনিক, শান্তি মিয়া, ১৪ বছর পর স্থায়ী পদোন্নতি পায়। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান মতিয়ার রহমান, ড্রাইভার, দীর্ঘ ১৪ বছর পর স্হায়ী হয়। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, জাহাঙ্গীর, বদরুল, নৃরুল আমিন, রাজু আহম্মে মতিয়ার রহমান, জুবাইদা নাহার এ্যানি ও নাজেরা বেগমসহ ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে স্থায়ী করন করে।

তারা আরও বলেন, আমাদের অনেক দিনের কষ্টের ফসল,খেয়ে না খেয়ে ডিউটি করছি এখন আমাদের স্থায়ী হওয়াতে আমার সব কষ্ট দৃর হয়ে গেছে।

এ প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে প্রায় ১৪ শ শ্রমিক-কর্মচারী। এ সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী সহ এলাকার প্রায় ২০ হাজার পরিবারে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি। আইনি জটিলতার কারনে দীর্ঘদিন স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানির বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দেড় শতাধীক শুণ্য পদ তৈরী হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিঘ্নিতসহ শ্রমিক-কর্চারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় হতাশা।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক দিক বিবেচনা করে সকল আইনি জটিলতা কাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২আসন সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সহ শ্রমিক

কর্মচারী ইউনিয়নের একান্ত প্রচেস্টায় ১০৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীর স্থায়ীকরণ করে। এসমস্ত মৌসুমী শ্রমিক-কর্মচারীদের ভাগ্য পরিবর্তন হওয়ায় তাদের পরিবারের মাঝে বইছে উৎসবের আমেজ।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন বলেন, নিয়ম মাফিক প্রতিষ্ঠানে ১০৯ টি শুন্য পদের জন্য গত ১৩ ও ১৪ মে সকালে কেরু হাইস্কুলে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়োগ পরিক্ষায় প্রায় ২শ শ্রমিক কর্মচারী অংশ নেয়। পরে ওই দিনই যাচায়-বাচাঁয় করে চুড়ান্ত ভাবে ১ ০৯জনের স্থাায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। সংশিষ্ট পদে লোক না থাকায় ৫ টি পদ বাকি রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ১০৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে স্থায়ী করণ করা হয়। গত ১৫ মে সকালে সদ্য স্থায়ী করণ শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। পরে সন্ধায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সচিব নিয়োগ স্থগিতে আদেশ দেন,তার আগেই শ্রমিক কর্মচারীরা যোগদান করে।

এ বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ বলেন,আমরা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অনুমোদনে আমরা এ স্থায়ী নিয়োগ সম্পর্ন করেছি।

এ বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ বলেন,২০/২৫ বছর ধরে শ্রমিকরা চাকুরী করে যাচ্ছে তাদেন কোন পদোন্নতি হয়না। তাই সবার প্রোচেষ্টায় গত ১৫ মে ১০৪ জন শ্রমিককে স্থায়ী করন করা হয়েছে। স্বচ্ছতা না থাকলে যাদের ৭ মাস, কারও ২ বছর সাড়ে তিন বছর তাদের স্থায়ী হত না। এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তাদের অগ্র অধিকার দিয়ে এ স্থায়ী করনের নিয়োগ সম্পর্ন করা হয়েছে।

স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব নেই তবুও টাকার বিনিময়ে ল্যাব

সহকারী নিয়োগ

বিদ্যালয়ে নেই কম্পিউটার ল্যাব, প্রর্যাপ্ত কমপিউটার। তবুও টাকার বিনিময়ে কমপিউটার ল্যাব সহকারী নিয়োগ দিলেন ওই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের মোসলেম উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ল্যাব সহকারী নিয়োগের পর এলাকায় এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, জনবল কাঠামো নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানে সরকার প্রদত্ত কম্পিউটার ল্যাব চালু আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব সহকারী নিয়োগ দিতে পারবে। কিন্তু মোসলেম উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারি কোন ল্যাব না থাকা স্বত্ত্বেও কে এম রুবেল নামের একজনকে ল্যাব সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলিবর্দি বিশ্বাস ও সভাপতি এনামুল কবির বিপ্লব বিপুল পরিমান টাকার বিনিময়ে গত বছরের ৯ মার্চ রুবেল নামের ওই সহকারীকে নিয়োগ দিয়েছে। রুবেল গত বছরের ১২ মার্চ সরকারি বেতনভাতা সুবিধাদীর সাথে যুক্ত হয়েছেন।

এ ঘটনায় জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরে কালিচরণপুর ইউনিয়নের মহিষাডাঙ্গা গ্রামের হারুন-অর-রশিদ নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি এই নিয়োগের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

নিয়োগের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আলিবর্দি বিশ্বাস বলেন, শেখ রাসেল ল্যাবের বিপরীতে ল্যাব এসিসট্যান্ট নিয়োগ দেয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু শেখ রাসেল ল্যাব না থাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক বলেন, নিয়োগের ব্যাপারে একটা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ওই বিদ্যালয়ে ল্যাব আছে কি না আমার জানা নেই। যেহেতু অভিযোগ এসেছে। সে অনুযায়ী তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কার্পাসডাঙ্গা এজেন্ট আউটলেট হিসেবে নিয়োগ পেলো অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্প

অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্প এর নামে সোনালী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং এর অনুমোদন দিয়েছে ব্যাংকটির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক।

রবিবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের হেড অফিসে এক অনুষ্ঠানে অনুমোদন পত্র দেওয়া হয়।

তুলে দেওয়া হয় অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের পরিচালক এর হাতে সোনালী ব্যাংক কার্পাসডাঙ্গা। আউটলেট শাখা অনুমোদন পত্র দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এর পরিচালক খলিলুর রহমান। কার্পাসডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক রবিউল হোসেন শুকলাল।

আরো উপস্থিত ছিলেন আহসান হাবিব মুয়াজ এবং আবু হাসান, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড ও শাপলা টিভি বাংলার চেয়ারম্যান মুফতি বনি ইয়ামিন। উপস্থিত ছিলেন অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেডের সিইও ও অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্পর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোছাঃ শাহানাজ পারভিন।

সোনালী ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়ার পর অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হবে। গ্রাহকরা খুব সহজ ও নিরাপদের সাথে লেনদেন করতে পারবেন। সরকারি বেসরকারি সকল সেবা পাওয়া যাবে সোনালী ব্যাংক এজেন্ট আউটলেট কার্পাসডাঙ্গা থেকে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সভাপতির বিরুদ্ধে। নিয়োগ পক্রিয়াটি স্কুলের অন্য শিক্ষক ও কমিটির অনেক সদস্যের অজান্তেই হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই দুজন টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগের সব প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। ২৮ বছর দায়িত্বরত অফিস সহায়ক (পিয়ন) থাকতেও পূণরায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়েকে ওই দায়িত্বে নিয়োগ দেবার অভিযোগ উঠেছে ।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে গোপনেই নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় সাজানো গুটি কয়েকজন প্রার্থী অংশ নেন। ওই নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়েসহ দুই প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। স্কুলে অফিস সহায়ক, আয়া ও পরিচ্ছন্নকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়ে দিলরুবা অফিস সহায়ক, মহর আলীর ছেলে সামাদ পরিচ্ছন্নকর্মী ও নবির স্ত্রী আয়া পদে নিয়োগ পায়।

নিয়োগের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজও গোপনে করা হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নোটিশও বিদ্যালয়ে টাঙানো হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না।

তবে গত ২৮ বছর যাবৎ শেখ আব্দুল মাস্টারের ছেলে শেখ আল মামুন কবির অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সভাপতির মেয়ে নিয়োগ পাওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মামুনের পদ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী ।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগের বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। শুনেছি সভাপতি এসে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, কোনো নিয়োগ হয়নি।’

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ‘সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মিলে সবকিছু করেন। প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এ জন্য চাকরির স্বার্থে এসব বিষয়ে কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা কাউকে বিষয়টি জানতে দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ কারা নিয়োগ পেয়েছে এটা এখনো খোলামেলা করেনি স্কুল কতৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগ সম্পর্কের কোন বিষয় জানাতে পারব না। নিয়োগ আইননুসারে হয়েছে। নিয়োগের সব কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তাঁর কাছে আছে। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে পারব না।’

নিয়োগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও স্কুলের সভাপতি আব্দুল হান্নান তথ্য দিতে অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য নিতে নির্দেশ করে।

তিনি আরো বলেন,‘স্কুল সভাপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? নিয়োগের বিষয়ে আপনাদের বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইমরুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৫ সদস্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ পক্রিয়া শেষ হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে আত্মীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও আত্মীয়করণ করার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগে বাণিজ্যকরণ ও আত্মীয়করণ বন্ধের দাবীতে সুবিদপুর গ্রামের একরামুল হক নামের এক ব্যক্তি মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

একরামুল হক তার লিখিত অভিযোগে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আপন চাচাত ভাই। তারা দুজন পরস্পর যোগসাজসে বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক,

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনোয়ার হোসেন বলেন, আমি যতদুর জানি সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযোগের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’র পিডি হলেন রমেশ চন্দ্র ঘোষ

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’-এর প্রকল্প পরিচালক (পিডি) হিসেবে নিয়োগ পেলেন কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ। তিনি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বুধবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ-১ শাখার উপ-সচিব মো. জসিম উদ্দিন স্বাক্ষরিত স্মারকের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করে।

চলতি বছরের ২৮ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ ২০১৫ সালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি অদ্যবধি একই পদে কর্মরত। এর আগে, কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার পেয়েছিলেন মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষা জীবনে রমেশ চন্দ্র ঘোষ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার দেয়াড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে

এসএসসি, পরে কলারোয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে ২০০৭ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ২০০৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ থেকে তিনি এমএস ডিগ্রি লাভ করেন।

চাকরি জীবনে বিসিএস (কৃষি) ২৯তম ক্যাডার হিসেবে ২০১১ সালে বাগের হাটের রামপাল উপজেলায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পরে দেড় বছরের মাথায় বদলি হয়ে যোগদান করেন খুলনার দৌলতপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসে। সেখান থেকে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৫ সালে মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

রমেশ চন্দ্র ঘোষ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার দেয়াড়া ইউনিয়নের দেয়াড়া গ্রামের রাধাপদ ঘোষ এবং স্মৃতি রাণী ঘোষের ছেলে। পারিবারিক জীবনে রমেশ চন্দ্র ঘোষ দুই কন্যা সন্তানের জনক। তার পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, কন্যাসহ মোট ১৪ জন সদস্য রয়েছে।

জানা গেছে, কৃষক সংগঠন তৈরি, ফল বাগান সৃজন, নিরাপদ ফসল ও সবজি উৎপাদন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, জৈবসার উৎপাদন, ইঁদুর নিধন, কৃষি বাতায়নের সহায়তায় মিরপুর উপজেলায় কৃষি উন্নয়নে রমেশ চন্দ্র ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার উদ্যোগে মিরপুর উপজেলায় ৫৩৬টি কৃষক সংগঠন, ১টি কৃষি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি বাতায়নে মিরপুর উপজেলার ৫০ হাজার ৮৩০ জন কৃষকের তথ্য দেন তিনি।

বোরো মৌসুমে মিরপুর উপজেলার ১৭ হাজার কৃষকের ধানের ব্লাস্ট রোগ সংশ্লিষ্ট সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন। তার কর্মতৎপরতায় মিরপুর উপজেলায় ২৪২টি ফল বাগান, ২০ হাজার তালবীজ রোপণ, ৩ হাজার ৮০০ হেক্টর শস্যের বহুমুখীকরণ, ৫৭২০ পিট জৈব সার উৎপাদন, ২ হাজার ৭০০ হেক্টর ধৈঞ্চা চাষ, ২১৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, আমন ধানের ক্ষেতে শতভাগ পার্চিং, সবজি ক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন এবং ১ লাখ, ২১ হাজার, ৫৩৪টি ইঁদুর নিধন করা হয়েছে।

এছাড়া উঠান বৈঠক, মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ, কৃষি বায়োস্কোপ ইত্যাদির মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে এনেছেন। রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আমি চাই কৃষকের উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করি। যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পে কৃষি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ

টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

৬৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিসিক

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। ১৭টি ভিন্ন পদের বিপরীতে মোট ৬৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম

প্রোগ্রামার, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাজেট অফিসার, নিরীক্ষা কর্মকর্তা, ঊর্ধ্বতন নকশাবিদ, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, কারিগরি কর্মকর্তা, নকশাবিদ, কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, ড্রাফটসম্যান, করণিক তথা কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক্, প্রধান বাবুর্চি, ফিল্ড স্টাফ, টেকনিক্যাল হেলপার।

পদসংখ্যা

সর্বমোট ৬৬ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ অনুস্বারে যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে প্রার্থীরা বিভিন্ন পদে আবেদন করতে পারবেন। পদ ভেদে প্রার্থীর কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২০২২ সালের ১ আগস্ট ১ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য উল্লিখিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে। ১২ থেকে ১৭ নম্বর পদের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা/ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সময়সীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর।

বেতন

বিভিন্ন পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে (http://bscic.teletalk.com.bd) আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

সূত্র : প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিতে